Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 160 –164
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দার' : বৈচিত্র্যের আলোকে কিশোর মনের রূপায়ণ

মহঃ রেজ্জাক আনসারি
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : mdrejjakansari3@gmail.com

Keyword
ভোম্বল সর্দার, কিশোর মন, দুঃসাহসিক, রঙিন স্বপ্ন, অপরিণত, কৌতূহল, আবেগপ্রবণ, পল্লীপ্রকৃতি।

Abstract
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কিশোর উপন্যাস হল 'ভোম্বল সর্দার'। চারটি খন্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৩৭, ১৯৫৫, ১৯৭৫ ও ১৯৭৮ সালে। গ্রন্থটি চলচ্চিত্রের রূপ পায় ১৯৮৩ সালে এবং ওই বছরই এটি Best Children Film হিসাবে National Award পায়। খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দার'– এক কিশোরের স্বপ্ন দেখার কাহিনি। কিশোর বয়সীদের চঞ্চলতা, সজীবতা, মনের নানান গোপন আঁকিবুকিকে ছবির মধ্যে তুলে ধরেছেন লেখক। ভোম্বল নামের এক মাতৃ-পিতৃ হারা কিশোর, পাড়ার ছেলেদের সে 'সর্দার'। সমাজের বেড়াজাল টপকে সংসারে কাকা-কাকিমার চোখ এড়িয়ে পাড়ি দেয় দূরদেশে ইচ্ছেডানাকে ভর করে। উপন্যাসের পরতে পরতে কিশোর মনের নানা দিক উঁকি দিয়েছে। ভোম্বলের বাড়ি ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসে দুঃসাহসিক যাত্রার প্রতি ক্ষেত্রেই রয়েছে কিশোর বয়সীদের স্বপ্নউড়ানের গল্পকথা। প্রতিটি অধ্যায়ে এক এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সে যেমন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করেছে তেমনই সাহসী ভোম্বল কখনো ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়নি তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ঘটনাগুলি একের পর এক কিশোর বয়সীদের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। শুধুমাত্র ভোম্বল নয়, ভোম্বলের একদল দস্যি বন্ধুরাও কিশোর মনের প্রতিনিধি। বলা বাহুল্য এতগুলো বছর পরেও সমানভাবে 'ভোম্বল সর্দার' কিশোর মনের দর্পণ রূপে বিবেচিত হয়।

Discussion
সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই শিশুমন ও তার বিচিত্র চলন, পৃথক আলোচনার তথা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্য জগতেও শিশুসাহিত্য একটি পৃথক ধারা হিসেবে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছে আদিলগ্নেই। এর পিছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যে দুটি বিষয় সামনে আসে, তা হল- ক. কল্পনার জগতে শিশুমনের অবাধ বিচরণ, যার ফলে বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝের সীমারেখা এক প্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। খ. অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার এক সহজাত অদম্য কৌতূহল, যা শিশুমনকে জন্মগত ভাবেই করে তুলে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। বাংলা সাহিত্যেও এই

মানসিকতার প্রকাশ দুর্লভ নয়। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিশুমনের এই বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজেদের কলমে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রকাণ্ড রহস্যময় জগতে নানা রঙিন স্বপ্ন সঙ্গে এক ইচ্ছেডানা– কিশোর জগতের রহস্য যেন এক ধাঁধাঁ। বহুদশক ধরে এই রহস্যময় জগতের সন্ধান দিয়েছে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দার'। চারটি খণ্ডে বিভক্ত 'ভোম্বল সর্দার' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে **১৯৩৭**, **১৯৫৫**, **১৯৭৫** এবং **১৯৭৮** খ্রিস্টাব্দে। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই গ্রন্থটি চলচ্চিত্রের রূপ পায় **১৯৮৩** সালে এবং ওই বছরই এটি National Award পায় Best Childern Film হিসাবে। গ্রন্থ ও চলচ্চিত্র দুই রূপেই ভোম্বলের প্রাণবন্ত, সাহসী জীবন প্রশংসিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য এতগুলো বছর পরেও সমানভাবে 'ভোম্বল সর্দার' কিশোর মনের দর্পণ রূপে বিবেচিত হয়।

কিশোর বয়সে নানা স্বপ্ন বাসা বাঁধে মনের মণিকোঠায়। বন্দী, শৃঙ্খলা, ঘেরাটোপকে দূরে সরিয়ে মুক্তি পেতে চায় এই মন। চঞ্চলতা, সজীবতা, সরলতাতে ভরপুর এক জীবনীশক্তি কিশোরদের ঘিরে রাখে। অজানাকে জানা, স্বপ্নপূরণ, কৌতূহল তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই রকমই এক কিশোরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় 'ভোম্বল সর্দার'- এর কাহিনি। ভোম্বল ওরফে ভূপেন্দ্রনাথ চাকি প্রাণবন্ত, সাহসী, পিতৃমাতৃহীন এক কিশোর। দুর্গাপুরে কাকা-কাকিমার অভিভাবকত্বে বেড়ে উঠছে। গ্রন্থের প্রথমে ভোম্বলের সঙ্গে সঙ্গে এক দস্যিদলের কথাও পাওয়া যায়। ভোম্বলের সমবয়সী – টগরা, ফেকু রাখাল, মানকে, বোদে, পচা, মোংলা, দ্বিজেন ও আরও অনেককে নিয়ে তৈরি হয়েছিল তাদের সেই দল। ভোম্বল ছিল এই দলের সর্দার। এই এতগুলো কিশোর মন যদি এক জায়গায় মিলিত হয় তবে কিছু দুঃসাহসিক, সজীব ও সরল ঘটনার সাক্ষী পাঠক হবেনই তা বলা বাহুল্য।

কিশোর মনের স্বপ্ন শুধু রঙিন হয় না তার সঙ্গে দুঃসাহসিকও বটে। সেই দুঃসাহসের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' এর শংকর বা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন' এর কুমার ও বিমলদের দুঃসাহসের হয়তো তুলনা হয় না। এমনকি কাকাবাবুর তত্ত্বাবধানে সন্তু ও জোজোর অ্যাডভেঞ্চারও এর সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু অনাগত বিপদের ভয়াবহতাই তো দুঃসাহসিকতার একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, যার আভাস পাওয়া যায় তার নাগাল পেতে ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়াই দুঃসাহসিকতা। আর এই দুঃসাহসিকতায় বাংলা সাহিত্যের কিশোর চরিত্ররা বিশেষ কম যায় না। লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' এর কথক খোকা দিদিমার কাছে গল্প শুনে যেভাবে গোয়েন্দার মত খুঁজে বের করেছিল একশো বছরের হারিয়ে যাওয়া বর্মি বাক্সকে, তাকে দুঃসাহসিকতা বলতেই হয়। আবার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'তে শুধুমাত্র একটি পুরনো ছবির উপর নির্ভর করে মনোজ যেভাবে পুলিশ, গোয়েন্দা ও ডাকাতদের বাধা পেরিয়ে হরিণগড়ের রাজকুমারকে খুঁজে বের করে রাজা-রানির কাছে ফিরিয়ে দেয়, তা কিশোর মনের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তাকেই তুলে ধরে। পূর্বাপর বাংলা সাহিত্যে কিশোর চরিত্রের এই দুঃসাহসিকতাকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বাড়ি ছেড়ে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে শুধুমাত্র নিজের স্বপ্নকে লক্ষ করে ভোম্বল যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে, তা কিশোর মনের কল্পনার উড়ান এবং সেই কল্পনাকে বাস্তবায়নের প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তোলে। ভোম্বল স্বপ্ন দেখে টাটানগর যাওয়ার, সেখানে গিয়ে সে কাজ শিখবে, যন্ত্র বানাবে। একদিন হয়তো মোটরগাড়ি, যুদ্ধ জাহাজ বা এরোপ্লেনও বানিয়ে ফেলবে। কিশোর মনের মুক্তির স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়। এই ইচ্ছার তাড়নায় ভোম্বল অজানা অচেনার দেশে পাড়ি দেয় বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে। সমগ্র গ্রন্থে ভোম্বলের যে যাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃসাহসিক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসে সুশীলের দুঃসাহসিক রহস্যভেদ ভোম্বলের টাটানগর যাত্রার মতোই রোমাঞ্চকর এক যাত্রা। অজানা-অচেনা জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়া এ যেন কিশোরদের পক্ষেই সম্ভব। কিশোর ভোম্বলের জগৎ দেখার সাধ, পথ চলার ইচ্ছা আমাদের সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটিকে বারবার মনে করিয়ে দেয় – 'এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়/ পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,/ এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়-'[১]। তবে এই জগৎ দেখার ইচ্ছা ও পথ চলা সবসময় মসৃণ হয় না। কিশোরদের মনের উড়ানের পথে আসে বাধা, প্রতিঘাত। এই বাধা প্রতিনিয়ত আসতে থাকে অভিভাবক তথা সমাজের দিক থেকে। তাঁরা কখনই মেনে নিতে পারেন না কিশোরদের বিশৃঙ্খল,

স্বাধীনচেতা মনোভাব। তাই তাঁরা তাদের বেঁধে ফেলতে চান কড়া শিকলে। 'ভোম্বল সর্দার' গ্রন্থেও এই দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে– '...একদিন ছেলেদের নিয়ে পাড়ায় মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ব্যাপারটা যে শোনে সে-ই প্রথমে অবাক্ হয়; তারপর ভয়ঙ্কর রেগে ওঠে; বলে– "ছেলেগুলোর কঠিন শাস্তি দরকার; দেশশুদ্ধ জ্বালালে!" কর্তারা তাই ছেলেদের বিচারে বসেছেন।'"[২] অনুরূপভাবে ভোম্বলেরও স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে উঠেছে তার অভিভাবক ও সমাজ। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেটা' কবিতায় ছেলেটাও ঠিক ভোম্বলের মতো। তার শরীরে কোনো ঘৃণা নেই, মনে কোনো ভয় নেই। শুধু অদম্য এক প্রাণশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে, মৃত্যুভয়ও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। জানার ইচ্ছা তার প্রবল– 'ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়,/ কী আছে ভিতরে।'[৩] ভোম্বলের মতোই সমাজের বাধা ছিল তার কাছে প্রবল, কিন্তু আদপে এই বাধা ছেলেটির ভিতরের মনটাকে পরিবর্তন করতে পারে না– 'বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।/ মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।'[৪]

কিশোর মন শুধু দুঃসাহসিক রঙিন স্বপ্নের জাল বোনে না, তার আরেকটি দিক হল অপরিণত, সবুজ-সরল একটা মন, যেখানে কোনো লোভ লালসা থাকে না। ভোম্বলের মন অত্যন্ত অপরিণত তাই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সময় তার মনের কোণে কোনো চিন্তা আসে না যে, সে আশ্রয় কোথায় পাবে, কী খাবে! এমনকি ভোম্বলের কাছে কোনো টাকা পয়সাও ছিল না। অপরিণত, সহজ-সরল ভোম্বল না জেনেই ট্রেনে উঠে পড়ে। কিন্তু সেটি ভুল ট্রেন। বিপরীতগামী ট্রেনের টিকিট ছিল না তার কাছে। চেকারের হাত বাঁচার জন্য সে দ্রুত পরের স্টেশনে নামতে চায়, কিন্তু ট্রেনের গতির জন্য সে নামতে পারে না। তখন ইঞ্জিন ড্রাইভারের ওপর তার খুব রাগ হয়। ভোম্বলের মনে হয়– 'লোকটা অকর্মা, জানে না, কিছুই জানে না। খুব সম্ভব ড্রাইভার পাঁউরুটি খাচ্ছে; আর ফায়ারম্যান গাড়ি চালাচ্ছে! এসব লোকের শাস্তি হওয়া উচিত।'[৫] কিশোর মনের এই সহজ-সরল ভাবনা পাঠকদের হাসতে বাধ্য করে। ভোম্বলের মনে লোভ লালসার কোনো জায়গা নেই। 'বুড়ির বাড়ি' শীর্ষক অংশে বুড়ির সঙ্গে ভোম্বলের দেখা হয়। বুড়ি একা থাকে, সাতকুলে তার কেউ নেই। বুড়ি বলে– 'তুই আমার কাছেই থাক মণি। এই বাড়ি-ঘর, ঐ পুকুরটা আমার। বিঘে দুই ধেনো জমিও আছে, সব তোরে দেব, বুঝলি?'[৬] কিন্তু লোভ লালসাহীন ভোম্বল তো এসব চায় না। তার দু'চোখে জড়ানো স্বপ্ন। সে টাটানগরী যাবে, যন্ত্রের কাজ শিখবে। বুড়ির সম্পত্তি নিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখার কোনো ইচ্ছায় ভোম্বলের নেই। কিশোর মন বাধাহীনভাবে তার স্বপ্নের দিকে ছুটে যায়। কোনো পার্থিব সুখ, সম্পত্তি তাকে আটকে রাখতে পারে না। ভোম্বলও তেমনি খুব সহজেই লোভকে জয় করে এগিয়ে যেতে পেরেছিল।

কিশোর বয়সের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কৌতূহল, যেহেতু অচেনা জগতের নানা স্বপ্ন ঘুরে বেড়ায় চারপাশে, সেই অচেনা-অজানাকে নিয়ে জানার কৌতূহল থাকে প্রবল। কিশোর ভোম্বলের মধ্যেও কৌতূহল ছিল অপরিসীম। গ্রন্থে দেখা যায় পাগলাপাড়া ও দরগাবাড়ির রহস্য সম্পর্কে, গুম ঘরের সত্যতা নিয়ে তার মনে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধে। তাঁর কিশোর মনের প্রশ্ন– 'পড়াশুনো! পড়াশুনো! পড়াশুনো! এ যে ছাই কি? তাদের দুর্গাপুরের বাজারে বড় বড় দোকানদার আছে। রেল স্টেশনের ধারে বড় বড় পাটের আড়ৎ আছে। আড়তদারেরাও ওইসব দোকানদারদের মতো লেখাপড়া জানে না। তাদের ধাড়ি ধাড়ি ছেলেরা তার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ে; কিন্তু একদিনও পড়া পারে না! ওরা কি এ জন্যে বাড়িতেও ধমক খায়?'[৭] কিশোর ভোম্বলের মনেও প্রশ্নের জাল ছড়িয়ে আছে এবং সে ওই জাল ভেদ করে বারবার অচেনা-অজানার কাছে পৌঁছে যেতে চায়। ভোম্বলের জানার কৌতূহল ও তার জন্য নানা দস্যিপনা কোথাও যেন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র ইন্দ্রনাথকে বারবার মনে করায়। গভীর রাত্রের অভিযান থেকে যেখানে ভূতের ভয়ে কেউ যায় না সে জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এমন নানা দুঃসাহসিক কাজের পরিকল্পনা করে ইন্দ্রনাথ। শুধু পরিকল্পনা নয় বাস্তবায়িত করে সে বারবার পাঠকবর্গকে চমৎকৃত করে।

কিশোর মন বড় আবেগপ্রবণ। পিতৃমাতৃহীন ভোম্বলের মধ্যেও আবেগ বড় কাজ করে। ভোম্বল যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায় রাস্তায় দেখা হয় পদ্মদিদির সঙ্গে। পদ্মদিদির সঙ্গে কথা বলে তার চোখ ছলছল করে ওঠে। 'বুড়ির বাড়ি'তে বুড়িকে ছেড়ে চলে এলেও পথে নানা সময় ভোম্বলের মনে পড়ে বুড়ির ভালোবাসা ও স্নেহের কথা। একা বুড়ির জন্য মন কেমন করা ভোম্বলের নরম মনের কথাকেই তুলে ধরে। এছাড়া মোবারক আলির কথা শুনে ভোম্বলের

মৃত মা-বাবার কথা মনে পড়ে, কখনো নবমীর মন কেমনের দিনে ভোম্বলের মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দস্যি ভোম্বলের সুপ্ত কোমল ফুলের মতো মনটা যেন বারে বারে ধরা দেয় পাঠকদের কাছে।

কিশোর বয়সীদের নেতৃত্ববোধ ও নিজেকে সর্বগুণে গুণান্বিত প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকে প্রবল। যুদ্ধে সেনাপতি হওয়া থেকে নিজের দস্যিদলকে পরিচালনা আবার তার দুঃসাহসিক যাত্রায় অন্য জায়গায় অন্য পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে শক্তির লড়াইয়ে নিজেকে প্রমাণ করে ভোম্বল। পরাজিত হয়ে ফিরে এলে নিজের সর্দার হিসাবে কোনো নাম থাকবে না – এই অহমিকা কাজ করে তার মধ্যে। অন্যদিকে সাঁতার জানায় গর্ববোধ করলেও ঘোড়া চালাতে সে জানেনা। ভোম্বল এর জন্য আপসোস করতে থাকে। কিশোর ভোম্বলদের ধারণা, জগতে এমন কোনো কাজ থাকবে না, যা তারা পারে না। এর পাশাপাশি কিছু অলৌকিক চিন্তাও দেখা দেয় কিশোরদের মধ্যে। গ্রন্থে কিশোর ভোম্বল নীলকণ্ঠ পাখিকে বারবার প্রণাম করে। প্রচলিত আছে নীলকণ্ঠ পাখি ইচ্ছাপূরণ করে। সেই ধারণার বশে ভোম্বল মনে মনে বলে যেন সে ধরা না পড়ে। কাকার কাছে ধরা পড়ার ভয়ে সে এইসব অলৌকিক চিন্তা করতে থাকে।

কিশোরদের চিন্তা-ভাবনায় অনেক সময় মজার কল্পনা আসে। গ্রন্থে ভোম্বল কিছু চরিত্রের নিখুঁত শারীরিক বর্ণনা দিচ্ছে, যা অত্যন্ত মজাদার। ব্রজেন ভট্টাচার্যের হাসি দেখে ভোম্বলের মনে হচ্ছে– 'উনি যখন হাসেন মনে হয় একটা হিপোপটেমাস হাঁ করে আছে।'[৮] চরমাদিপুরের হেডমাস্টারের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভোম্বল ভাবে– 'ঐ নারকোল-মুখো লোকটা এখানকার স্কুলের হেডমাস্টার?'[৯] আবার আব্দুলের ভাইপোকে দেখে ভোম্বলের মনে হয়– 'তার মুখখানা চৌকো, মাথাটা সামনে পিছনে লম্বা খড়ে-ছাওয়া বাংলা ঘরের চালের মতো,'[১০]। ভোম্বলের উপমাগুলি বড়ই অদ্ভুদ ও হাস্যকর। পূর্ণবয়স্ক মানুষের এমন ভাবনা কখনোই হবে না, এ স্পষ্টতই কিশোর মনের চিন্তা।

দুঃসাহসিক, কৌতূহলী, মজাদার, সহজসরল, লালসাহীন এবং বাধাহীন প্রাণবন্ত রূপ কিশোরদের অতিপরিচিত দিক। কিশোরসাহিত্য হিসাবে এই প্রতিটি দিক লেখক সুচারুভাবে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এইসব ছাড়াও, গ্রন্থের সবচেয়ে আকর্ষনীয় ও অভিনব দিক হল ভোম্বলের চোখ দিয়ে পাঠকের পল্লীবাংলা ভ্রমণ, তার গন্ধ, রূপ, লালিমা উপভোগ করা। কিশোর ভোম্বল যখন পল্লীদর্শন করছে সেখানে শুধু প্রকৃতির রূপমুগ্ধতা নয়, যেন আরও বিশেষ কিছু ভোম্বলকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইছেন লেখক। 'শালুকডাঙায়' শীর্ষক অংশে ভোম্বলের চোখ দিয়ে পাঠককে লেখক দেখাচ্ছেন– 'কেবল দিকে দিকে জলে ভরা আমাদের ক্ষেত; ধানের কচি শিষ ও পাতাগুলো বাতাসে খেলা করছে।'[১১] এখানে শষ্য শ্যামলা বাংলার রূপের সঙ্গে সঙ্গে যেন কিশোর মনের স্নিগ্ধতা, স্বচ্ছতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাতাস ও মাঠ সবমিলিয়ে যেন এক অসীম মুক্তির স্বাদ, কিশোরমনের কৌতূহলী চোখ অচেনা, অজানাকে মন ভরে গ্রহণ করছে। আবার, '...বক উড়ছে, গাংচিল ঘুরপাক দিচ্ছে।'[১২] বক, গাংচিল এখানে শুধু বাংলার চিরপরিচিত অনুষঙ্গ নয় এ যেন কিশোর মনের স্বাধীনতা, মুক্তির প্রতীক। এই প্রসঙ্গে ড. ক্ষুদিরাম দাশ বলেছেন– '...রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণকে বাদ দিলে বাংলার পল্লীগ্রামের নিসর্গ ও মানুষের এত চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তুলতে আর কাউকে দেখছি এমন মনে পড়ে না।'[১৩] স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, একটি কিশোর সাহিত্যে পল্লীপ্রকৃতির এমন সুনিপুণ বিস্তৃত বর্ণনা কেন? তা শুধুমাত্র গ্রামবাংলার রূপমুগদ্ধতা? না, তা নয়। প্রকৃতি হল শৃঙ্খলহীন, সবুজ প্রাণবন্ত ও স্বাধীন। নিজের নিয়মে সে বয়ে চলে। পাখি, গাছ, প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গ সবই শৃঙ্খলমুক্ত। ঠিক যেন কিশোরদের মতো প্রকৃতির এই বন্ধনহীন রীতি কিশোর মনের প্রতিচ্ছবি।

'ভোম্বল সর্দার' গ্রন্থটি কিশোর ভোম্বলকে নিয়ে আবর্তিত হলেও লেখক কিন্তু কিশোরদের মন, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ বোঝাতে গিয়ে শুধুমাত্র ভোম্বলের কথা বলেছেন তা নয়। ভোম্বলের এক দস্যিদলের কথা গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাদের কার্যকলাপও কিশোরমনকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। মজুরদের ডিঙি ডুবিয়ে অপরাধী হওয়া থেকে শুরু করে বিবাদের সময় 'নারদ নারদ' বলে বিবাদ না কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়ার মত ছেলেমানুষী, এমনকি পাঠশালার ঘটনা থেকেও প্রাণোচ্ছল, সহজ সরল কিশোরদের মনস্তত্ত্বের দিকটিই উঠে আসে। গ্রন্থে ভোম্বল ও তার দলবল কিশোর বয়সের প্রতীক। তাদের দুঃসাহসিকতা, দস্যিপনা, সজীবতা ও কৌতূহল এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। পাঠকবর্গ গ্রন্থটি পড়ে নিজেদের কিশোর বয়সে ফিরে যায়, মিল খুঁজে পায় নানা খুঁটিনাটির সঙ্গে। ড. ক্ষুদিরাম দাশ 'ভোম্বল সর্দার'

সম্পর্কিত মন্তব্যটি খুব সহজেই সমগ্র গ্রন্থটিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে - 'এটি বহুকাল থেকেই বাংলার কিশোরদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। আর, সেকালে যাঁরা কিশোর ছিলেন এবং আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়েছেন তাঁরাও এই অপূর্ব লেখাটির স্মৃতি অন্তরে নিশ্চয়ই বহন করছেন। ...ভোম্বল সর্দার যখন আমি প্রথম পড়ি তখন ঐ চরিত্রটির সঙ্গে নিজের একটা মিল খুঁজে পেয়েছি এবং আমার মনে হয় সব কিশোর-কিশোরীই এই মিল অনুভব করবে, বইটি এমন সুচারু রীতিতেই লেখা।'[১৪]

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, আঠারো বছর বয়স, ছাড়পত্র, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা- ১১০০, সালমা নতুন সংস্করণ: মে ২০১৫, পৃ. ৬৫
২. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, ভোম্বল সর্দার, শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা, কলকাতা- ৭০০০০৭, অখণ্ড সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৬, পৃ. ১
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছেলেটা, পুনশ্চ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা – ১৭, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ. ৬১
৪. তদেব, পৃ. ৬০
৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
৬. তদেব, পৃ. ২৭
৭. তদেব, পৃ. ৭১
৮. তদেব, পৃ. ৩৭
৯. তদেব, পৃ. ৮৬
১০. তদেব, পৃ. ৮৪
১১. তদেব, পৃ. ১৬
১২. তদেব, পৃ. ১৪
১৩. দাশ, ড. ক্ষুদিরাম, ভূমিকা, দ্র. ভোম্বল সর্দার, পূর্বোক্ত
১৪. তদেব